খালেদা জিয়ার জানাজায় আ.লীগ সন্দেহে বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

সংগৃহীত ছবি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জানাজার মতো পবিত্র ও শোকাবহ ধর্মীয় আয়োজনও শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেল না সহিংসতার হাত থেকে। অভিযোগ উঠেছে, জানাজায় অংশ নিতে আসা এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে রাজনৈতিক পরিচয়ের সন্দেহে নির্মমভাবে মারধর করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘিরে জানাজার পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলায় রূপ নেয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, ওই বৃদ্ধ শান্তভাবে জানাজার কাতারে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ কয়েকজন তাকে ঘিরে ধরে ‘আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট’ বলে চিৎকার শুরু করে। কোনো ধরনের যাচাই বা কথা বলার সুযোগ না দিয়েই তার ওপর হামলা চালানো হয়। চারদিক থেকে কিল-ঘুষি ও লাথির আঘাতে গুরুতর আহত হন তিনি। উপস্থিত মানুষের অনেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও উত্তেজিত হামলাকারীরা থামেনি। একপর্যায়ে জানাজার মাঠেই ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়।

ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ফুটেজে দেখা যায়, বাঁচার জন্য আকুতি জানালেও তাকে নির্দয়ভাবে মারধর করা হচ্ছে। শোকের পরিবেশে এমন সহিংসতা সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে।

এ ঘটনায় জনমনে প্রশ্ন উঠেছে—রাজনৈতিক বিদ্বেষ কতটা চরমে পৌঁছালে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতো পবিত্র স্থানে একজন নিরীহ বৃদ্ধকে এভাবে প্রাণ হারাতে হয়? যেখানে মানুষ আসে দোয়া ও শান্তির আশায়, সেখানে পরিচয়ের সন্দেহে প্রাণনাশ কি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য?

বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনা রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা ও সহিংস মানসিকতার ভয়াবহ প্রতিফলন। ধর্মীয় অনুভূতি ও মানবিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে এমন নৃশংসতা সমাজের জন্য অশনিসংকেত। শোকের দিনে সংঘটিত এই মৃত্যুকে তারা মানবতার চরম বিপর্যয় হিসেবেই দেখছেন।